বর্ণপরিচয়

স্বদেশে পূজ্যতে রাজা
বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে

পশ্চিমবঙ্গ শিশু অধিকার সুরক্ষা আয়োগ

West Bengal Commission for Protection of Child Rights

ICMARD Building, 9th Floor, Block-14/2, C.I.T. Scheme VIII (M), Ultadanga, Kolkata 700 067
E-mail : wbscpcr@gmail.com • Website : www.wbcpcr.org • WhatsApp Helpline: 9836-300-300
Facebook: https://www.facebook.com/WBCPCR.Official • Twitter: https://twitter.com/WBCPCR
Instagram: https://www.instagram.com/wbcpcr • YouTube: https://www.youtube.com/c/WBCPCROfficial
Phone: 033 6824 6363 • Tele fax: 033 6824 6350

2022

ভাবনা

অনন্যা চক্রবর্তী

আঁকা

উৎসব চট্টোপাধ্যায়

লেখা

মহুয়া সাঁতরা

বিন্যাস

শান্তনু দে

পরামর্শ

অভীক মজুমদার, সুদেষ্ণা রায়,
জিম নওয়াজ, প্রসূন ভৌমিক

কারিগরি সহায়তা

কুলদীপ পোল্লে

স্বামী বিবেকানন্দ

১৮৬৩-১৯০২

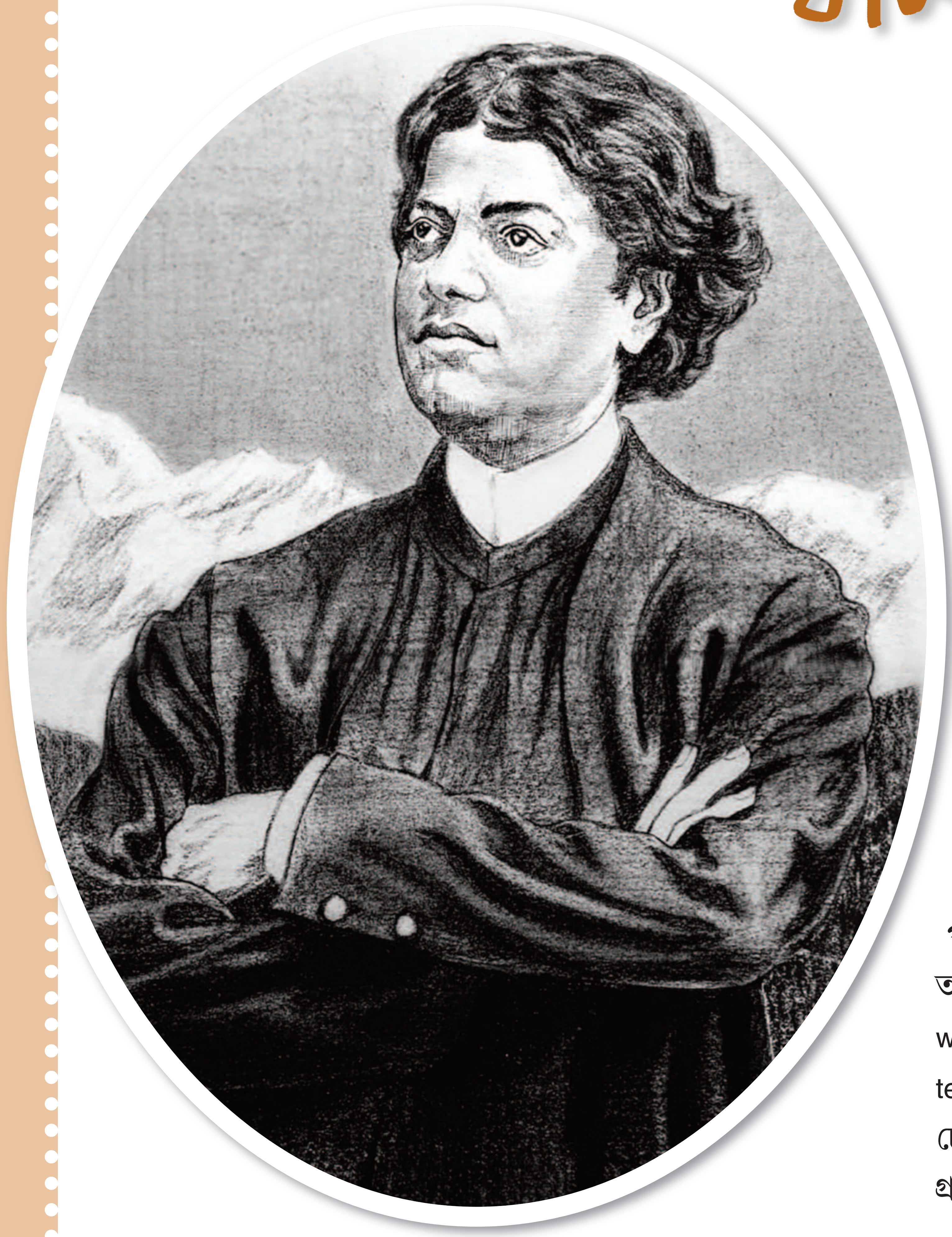

হে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য, চিন্তানায়ক, একদিন আপনি উত্তর কলকাতার সিমলার বাড়িতে নানা জাতের জন্য রাখা হুঁকো টেনে দেখেছিলেন কীভাবে জাত যায়! তখন আপনি শিশু। ১৮৯৩ সাল। একা একা শিকাগো ধর্মমহাসভায় গিয়ে শুধু একটা বক্তৃতায় বিশ্ব জয় করেছিলেন। তখন আপনি সন্ন্যাসী। সেই আপনি প্রায় একা একাই বেলুড় মঠ নামে এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি করলেন, একশো বছর পেরিয়েও শিক্ষার প্রসার ও মানুষের সেবায় যার উপস্থিতি বিশ্বব্যাপী উজ্জ্বল। আর সেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন গোঁড়া সময়ে দাঁড়িয়ে, অনবরত বলে ও লিখে চললেন, শিক্ষার গুরুত্ব। বিশেষ করে মেয়েদের শিক্ষার বিষয়ে। স্পষ্ট বললেন, দেশের উন্নতি করতে হলে, জাতির উন্নতি ঘটাতে হলে, মেয়েদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হবে এবং সেই পরিবর্তন আনতে পারে, শিক্ষা। বললেন, আমাদের দেশের মেয়েরা পৃথিবীর যে কোনও দেশের সমকক্ষ হবার যোগ্যতা রাখেন। শুধু তাঁদের শিক্ষার সুযোগটুকু করে দিতে হবে। Educate your women first and leave them to themselves; then they will tell you what reforms are necessary for them... হে সময়ের চেয়ে এগিয়ে থাকা তরুণ মহামানব, আপনি আমাদের অভিবাদন গ্রহণ করুন।

January

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

1 ইংরেজি নববর্ষ

12 স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন

23 নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন

26 প্রজাতন্ত্র দিবস

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

১৮২০-১৮৯১

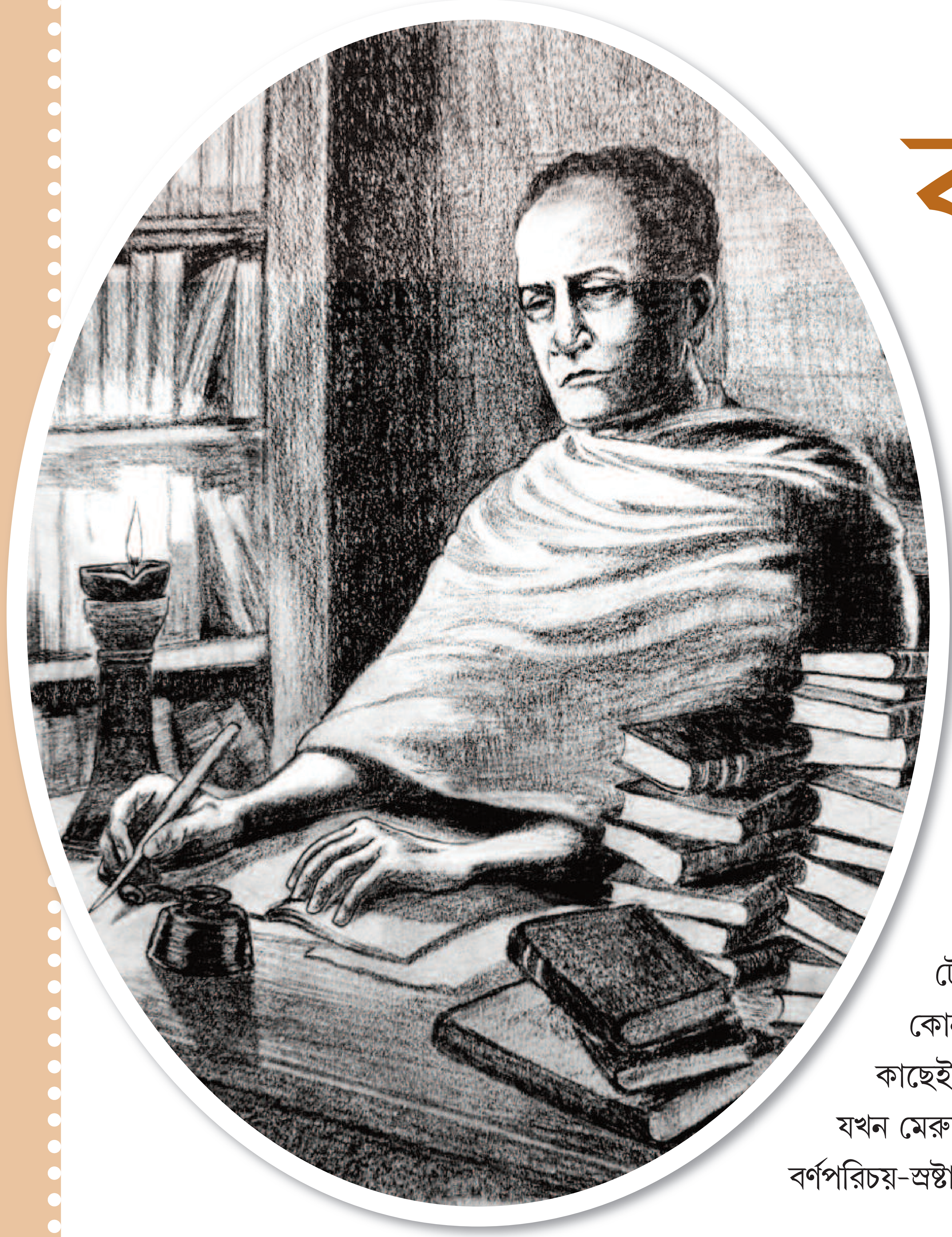

বাবার সঙ্গে পায়ে হেঁটে কলকাতায় আসার পথে মাইল ফলক দেখে দেখে ইংরেজি সংখ্যা শিখেছিলেন। রাস্তার আলোয় পড়াশোনা করেও প্রতি বছর বৃত্তি পেতেন। সংস্কৃত কলেজ উপাধি দিয়েছিল বিদ্যাসাগর। অপরের কষ্টে হৃদয় কাঁদে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বললেন, দীনের বন্ধু। শ্রীরামকৃষ্ণ ডাকলেন দয়ার সাগর ।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রধান পণ্ডিত, সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ, স্কুল-পরিদর্শক, মেট্রোপলিটন কলেজের প্রতিষ্ঠাতা। সবার উপরে, সারা বাংলা জুড়ে অসংখ্য স্কুল গড়ে তোলা, বিশেষ করে গ্রামে গ্রামে মেয়েদের জন্য স্কুল। এবং, আপনার অবিস্মরণীয় কীর্তি বিধবা বিবাহের মতো সফল সামাজিক আন্দোলন।

একদিন কাজের সূত্রে ইংরেজ প্রিন্সিপ্যালের কাছে গেছেন। সাহেব টেবিলে পা তুলে বসে, হাতে চুরুট। পা নাড়তে নাড়তে সামনের চেয়ারে বসতে বললেন। আপনিও বসে আলোচনা সেরে চলে এলেন। ক'দিন পরে সাহেব এলেন আপনার কাছে। আপনি টেবিলের উপর পা তুলে চেয়ারে বসলেন! সাহেব চেঁচিয়ে ওঠেন, এ কোন ধরনের সভ্যতা? আপনি বলেন, এ সভ্যতা আমি ইংরেজদের কাছেই শিখেছি!

যখন মেরুদণ্ড সোজা রেখে আধুনিক বাংলা ভাষায় বাঙালি জাতি কথা বলে, হে বর্ণপরিচয়-স্রষ্টা, শিক্ষাগুরু, তখন আসলে আপনি কথা বলেন। প্রণাম।

February

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

5 সরস্বতী পুজো

হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও

১৮০৯-১৮৩১

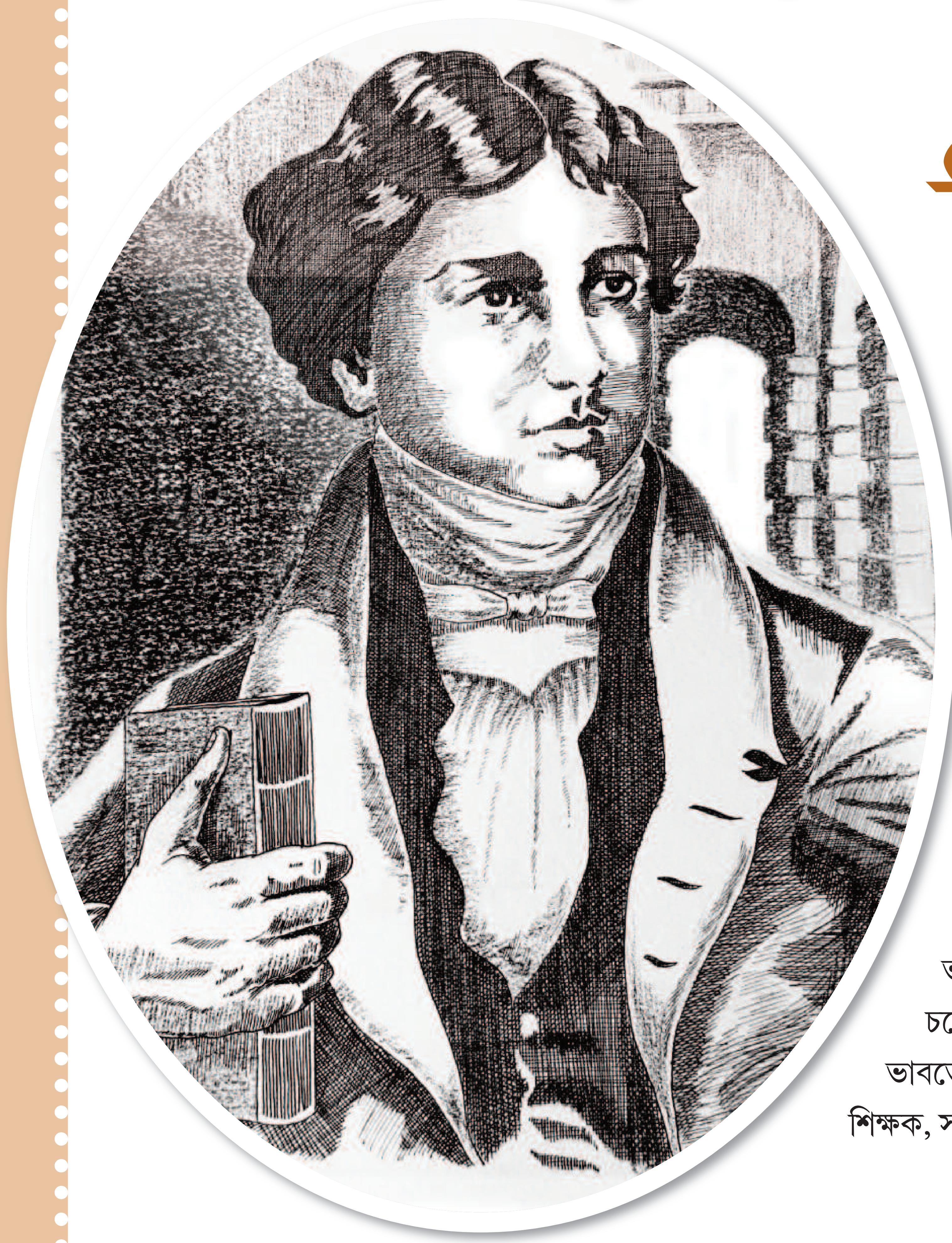

হিন্দু কালেজে শিক্ষকতার শুরু ১৭ বছর বয়সে। ইংরেজি সাহিত্য আর ইতিহাস পড়ানোর কথা ছিল শুধু । কিন্তু ক্লাস-রুম আর সিলেবাস পেরিয়ে ছাত্রদের আপনি নিয়ে গেলেন যুক্তিতর্কের সেই আলোকপ্রাপ্ত দেশে যেখানে মৌলিক ও স্বাধীন চিন্তার অবিরত চর্চা হয়। ছাত্রদের মনে র‍্যাডিক্যাল থিংকিং-এর এমন বারুদ ভরে দিলেন যে আপনার 'ডিরোজিয়ান' বা 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সমাজের যাবতীয় গোঁড়ামি, কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাসের অচলায়তন নাড়িয়ে দিল। ভয় পেয়ে গেলেন সমাজের রক্ষণশীল নেতারা, শেষমেশ কলেজ থেকে তাড়িয়েই দেওয়া হল আপনাকে। কিন্তু আগুন তো নেভার নয়! উলটে মশাল হয়ে জ্বলে উঠল 'বাংলার নবজাগরণ'। তৈরি হল একাধিক ডিবেটিং ক্লাব, আলোচনা সভা, যেগুলি ছিল স্বাধীন ও মুক্ত চিন্তার আঁতুরঘর। মেয়েদের শিক্ষা ও অধিকারের পক্ষে ও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে সরব ছিলেন আপনি। আপনার বিখ্যাত কবিতার বই *The Fakeer of Jungheera* তার প্রমাণ। আর ছিল ভারত বলে এই দেশটার প্রতি অকুণ্ঠ ভালোবাসা।

চলে গেলেন মাত্র ২২ বছর বয়সে। কিন্তু যাবার আগে, আমাদের ভাবতে, প্রশ্ন করতে শিখিয়ে গেলেন। হে ইউরেশিয়ান কবি, অসামান্য শিক্ষক, সম্পাদক, চিন্তাবিদ আপনাকে হৃদয়ভরা ভালোবাসা।

March

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

1 শিবরাত্রি
18 দোলযাত্রা
19 শবেবরাত

জন এলিয়েট ড্রিংকওয়াটার বেথুন

১৮০১-১৮৫১

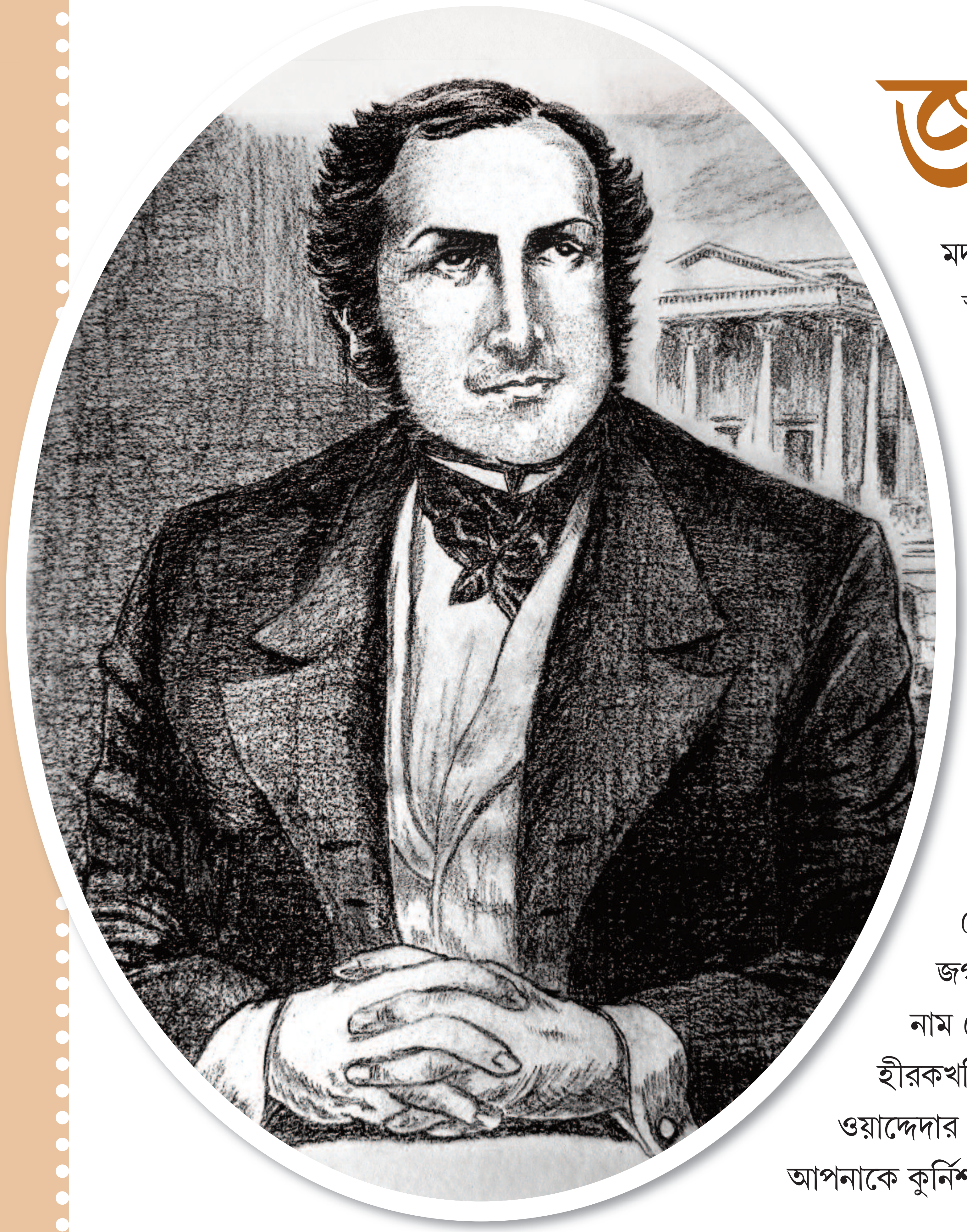

জন এলিয়েট ড্রিংকওয়াটার বীটন। বাংলা উচ্চারণে হয়ে দাঁড়ায় বেথুন। বেথুন সাহেব। বড়োলাটের আইন পরিষদের সদস্য-সচিব হয়ে ভারতে এলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে আলাপ। ফল, 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' স্থাপন। ব্যক্তিগত সম্পত্তি দান করে দিয়েছিলেন স্কুলের জন্য। জাত-পাত, ধর্মীয় গোঁড়ামি আর পিতৃতান্ত্রিকতার ভয়াবহ আস্তরণ পেরিয়ে মেয়েদের স্কুলে প্রবেশ, এককথায় অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলা। ঈশ্বর গুপ্ত আপনাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কিন্তু। "আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো সেই/ ব্রতকর্ম করত সবে,/ একা 'বেথুন' এসে শেষ করেছে/ আর কি তাকে তেমন পাবে।" মায়ের কাছে ছোটোবেলার পড়াশোনা। কেমব্রিজের ট্রিনিটি কলেজ। অঙ্কে ব্যুৎপত্তি, অথচ সাহিত্য ও নানা ভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসা। বরাবর চেয়েছেন এখানে পড়াশোনার মাধ্যম হোক বাংলা ভাষা। স্কুলের ভিত্তি-স্থাপনের ভাষণেও আপনি বলেছিলেন সে কথা। আর দেশেও ফেরেননি আপনি। কলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডের সমাধিক্ষেত্রেই শেষশয্যা পাতলেন মাত্র ৫০ বছর বয়সে। হেদুয়ার পাড়ে বড়ো বড়ো স্তম্ভে ভর দিয়ে আপনার স্কুলের জগৎসভায় মাথা তুলে দাঁড়ানো দেখে যেতে পারেননি। আজ সে স্কুলের নাম বেথুন কলেজিয়েট স্কুল। এশিয়ার প্রথম মহিলা কলেজ, যার হীরকখচিত প্রাক্তনী তালিকায় আছেন ডা. কাদম্বিনী গাঙ্গুলি থেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। হে উনবিংশ শতকে ভারতে নারীশিক্ষা বিস্তারের পথিকৃৎ, আপনাকে কুর্নিশ।

April

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

14 আম্বেদকর জয়ন্তী, মহাবীর জয়ন্তী

15 গুড ফ্রাইডে, পয়লা বৈশাখ

নবাব বেগম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানি

১৮৩৪-১৯০৩

বাংলাদেশের কুমিল্লার জমিদার বংশে জন্ম। বাড়িতেই পড়াশোনা। আরবি, ফারসি, উর্দুর সঙ্গে বাংলা ও সংস্কৃত। জমিদার ঘরেই বিয়ে, পরে সেটি ভেঙে যায়। বাবা ও মায়ের সূত্রে পাওয়া অগাধ সম্পত্তি নিয়ে নিশ্চিন্তে দিন না কাটিয়ে আপনি ওই অজ গাঁয়ে বসে ঠিক করলেন মেয়েদের এগিয়ে আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে আপনার হাতিয়ার হবে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য। প্রথমেই কুমিল্লায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। এটি এ উপমহাদেশে বেসরকারিভাবে প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের প্রাচীনতম স্কুলগুলির অন্যতম। এখন নবাব ফয়জুন্নেসা কলেজ। দরিদ্র মুসলমান মহিলাদের চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় গড়ে তুললেন। একাধিক মাদ্রাসা নির্মাণে অর্থ দিলেন। এমনকি মক্কায় হজ পালনে গিয়ে সেখানেও মাদ্রাসা ও মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করেন। আর মৃত্যুর আগে জমিদারির একটা বড়ো অংশ ওয়াকফ করে দিয়ে গেলেন, যা থেকে এলাকার দরিদ্র ও মেধাবি ছাত্ররা আজও অর্থসাহায্য পেয়ে থাকে।

বিভিন্ন সংবাদপত্র ও পত্রিকাকে সাহায্য করতেন। বাংলায় বই লিখেছেন— রূপজালাল, সঙ্গীতসার, সঙ্গীতলহরী। সে সময় অভিজাত মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার চর্চা খুব কম হত। যন্ত্রণার কথা এই যে, আপনার এই অতুলনীয় কর্মকাণ্ডের জন্য রানি ভিক্টোরিয়া যতক্ষণ না আপনাকে ‘নবাব’ উপাধিতে ভূষিত করেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ইতিহাস আপনার হদিশ পায়নি। আপনি বাংলার প্রথম মহিলা যাঁকে নবাব উপাধি দেওয়া হয়। হে ইতিহাসে উপেক্ষিত নারী-শিক্ষা বিস্তারের প্রথম অগ্রগণ্য নবাব, আপনাকে কুর্নিশ।

May

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

1 শ্রমদিবস
3 ইদ-উল-ফিতর
9 রবীন্দ্রজয়ন্তী
16 বুদ্ধপূর্ণিমা

রাজা রামমোহন রায়

১৭৭২-১৮৩৩

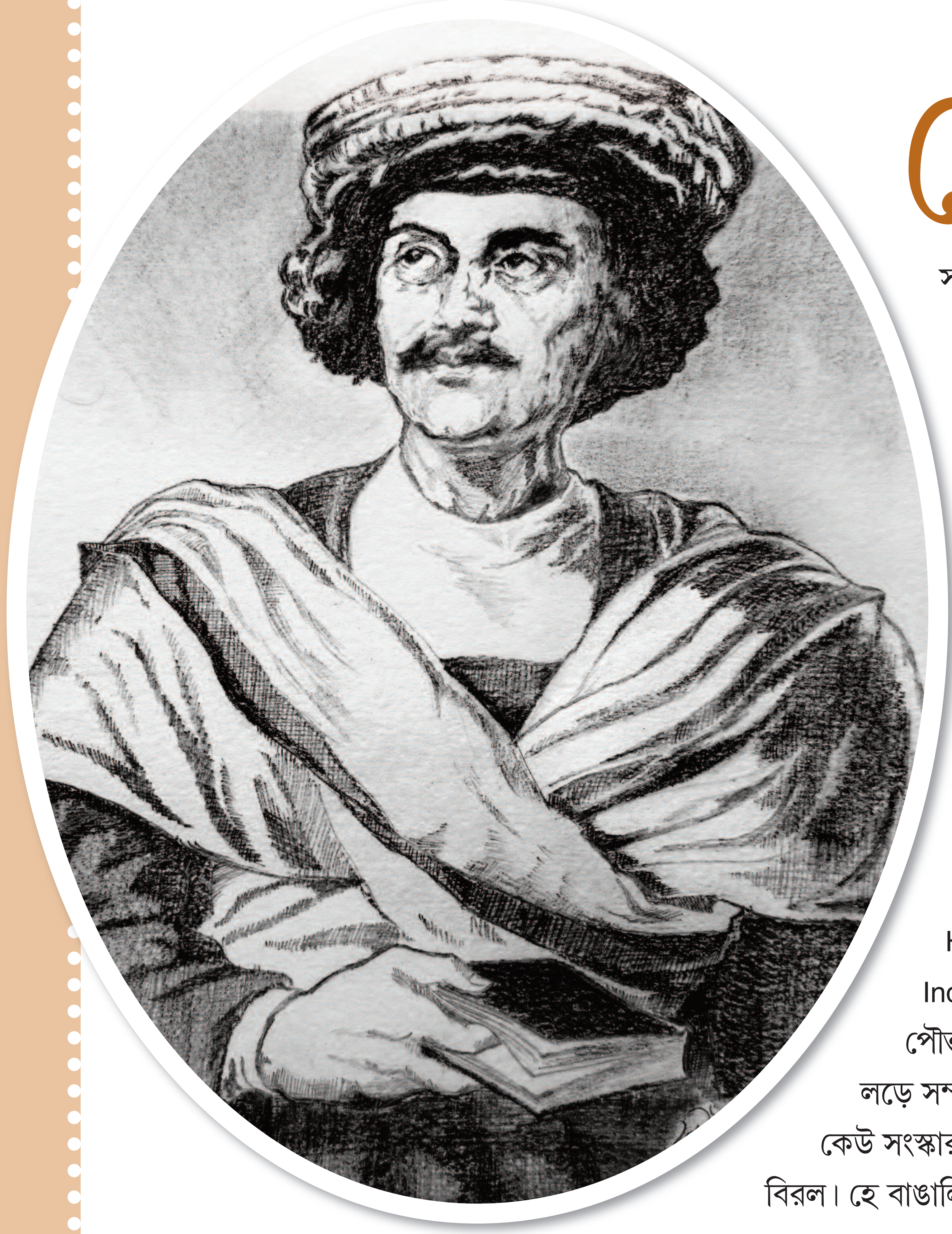

গোঁড়া ধার্মিক পরিবারে জন্ম। ছোটোবেলায় আপনাকে শাস্ত্র পড়ানো হয়েছিল। কিন্তু আপনি ধর্মীয় গোঁড়ামিকে প্রশ্ন করার, সামাজিক প্রথাকে যুক্তির নিরিখে যাচাই করার সাহস অর্জন করলেন। মূর্তিপুজোর বিরোধিতা করে ব্রাহ্ম সমাজ ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা করলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে সতীদাহের মতো নিষ্ঠুর ও জঘন্য প্রথার বিলুপ্তি ঘটাতে সফল হলেন। একলাফে দেশটা এগিয়ে গেল কয়েকশো বছর। একাধিক ভাষায় দক্ষতা। ফরাসি বিপ্লবে অনুরাগ। কাজেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রথম কণ্ঠস্বর আপনার। আপনার 'সংবাদ কৌমুদী' বাঙালি সম্পাদিত ও বাঙালি পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র। আপনি বললেন, বিচার এবং শাসন বিভাগ এক থাকলে কখনও সুবিচার হয় না। প্রশ্ন করলেন, জুরি ব্যবস্থায় ভারতীয়দের কেন প্রতিনিধিত্ব থাকবে না? বিদ্যালয় শিক্ষা, ইংরেজি শিক্ষা ও নারী শিক্ষার প্রবক্তা।

অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল, বেদান্ত কলেজ, ডাফ ও হেয়ার সাহেবের সঙ্গে হিন্দু কালেজ তৈরিতে বিশেষ ভূমিকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন,

Raja Rammohan Roy inaugurated the modern age in India. He was the father of Indian Renaissance and the prophet of Indian nationalism…

পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস ছিল না বলে, মা ত্যাজ্যপুত্র করেছিলেন। আদালতে লড়ে সম্পত্তি জিতে মা'কেই ফিরিয়ে দেন। সমাজসেবা অনেকেই করেন। কেউ কেউ সংস্কারক হন। সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম—সব স্তরে সংস্কারের এমন সফল নজির বিরল। হে বাঙালির অন্তরের রাজা, আপনাকে সেলাম।

June

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

9 রাজ্য শিশু সুরক্ষা দিবস

30 হুল দিবস

ডেভিড হেয়ার

১৭৭৫-১৮৪২

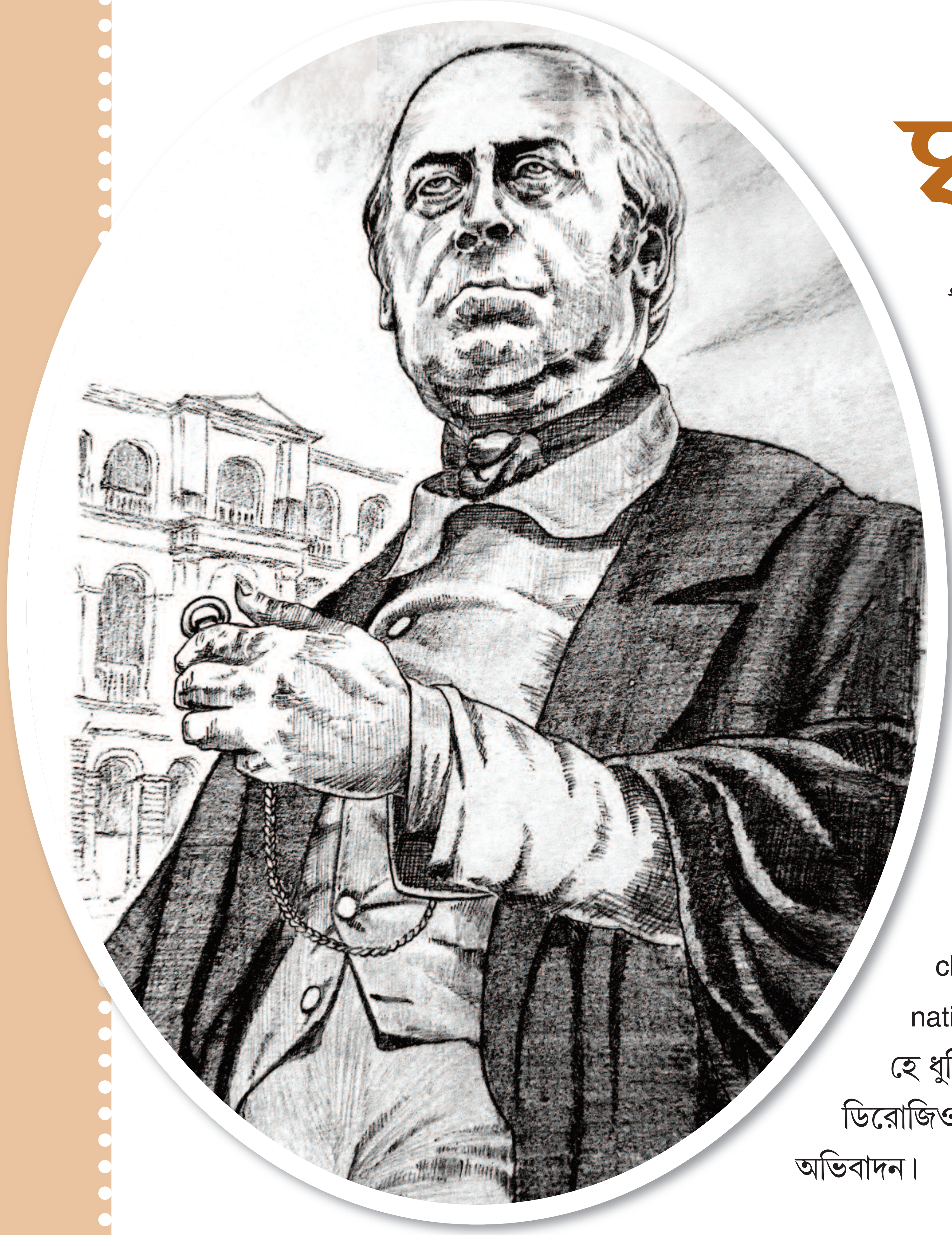

ঘড়ি তৈরির ব্যবসা ছিল। স্কটল্যান্ড থেকে ভারতে এসে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু সেইসব টাকা নিয়ে দেশে না ফিরে আপনি কলকাতায় রয়ে গেলেন। এ দেশের মানুষের শিক্ষার প্রসারে নিজের সবকিছু দান করে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। কিন্তু কলকাতা কী পেল? আরপুলি পাঠশালা বা কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল, এখন হেয়ার স্কুল। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় বই প্রকাশনা সংস্থা—স্কুল বুক সোসাইটি। আর আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান, হিন্দু কালেজ প্রতিষ্ঠা। হিন্দু কালেজ মানে বাংলার নবজাগরণের পাঠশালা। আপনি না বোঝালে, কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে কেউ সেদিন ডাক্তারি পড়তেই আসত না। আপনি না থাকলে ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার ঘটত আরও দেরিতে। ধর্ম নিয়ে মাথা ব্যথা ছিল না। খ্রিস্টীয় সমাধি ক্ষেত্রে আপনাকে জায়গা দেওয়া হয়নি। তাই আপনার মৃত্যুর সংবাদ চাউড় হতেই সমস্ত কলকাতা বৃষ্টিতে ভিজে মিছিল করে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে এসেছিল, এখন যেখানে কলেজ স্কোয়ার। ওটাও স্কুলের জন্য আপনারই দান করা জায়গা। তারপর স্ট্যাচু বানিয়ে আপনার 'নেটিভ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড পিপলস' সেখানে লিখে দিয়েছিলেন…having acquired an ample competence cheerfully relinquished the prospect of returning to enjoy it in his native land in order to promote the welfare of that of his adoption… হে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, বাংলা-বলা চিরকুমার স্কটিশ সাহেব, চিন্তার জগতে ডিরোজিও যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, তার বাস্তব রূপ দিয়েছিলেন আপনি। আপনাকে অভিবাদন।

July

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

1 রথযাত্রা

10 ইদুজ্জোহা

13 কবি ভানু ভক্তের জন্মদিন

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

১৮৮৮ - ১৯৫৮

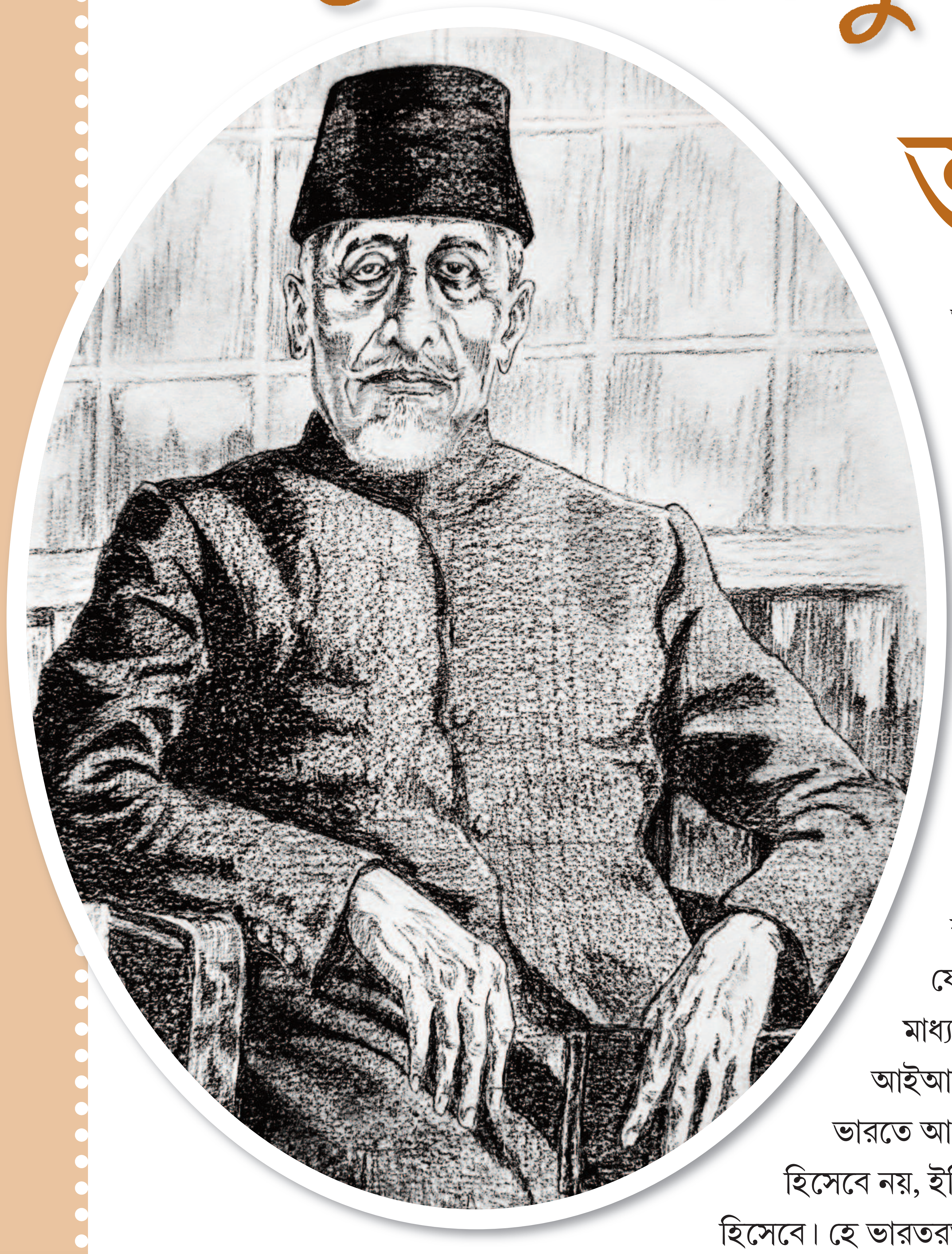

আবুল কালাম গুলাম মহিউদ্দিন আহমেদ। আত্মজীবনী 'ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম'-এ আপনি লিখেছেন ''গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসীদের এই ভেদবুদ্ধি ক্রমশ ধর্ম জিনিসটার ওপরই আমার মনে সন্দেহ ধরাতে থাকে। এই সময় নাগাদ আমি 'আজাদ' বা 'মুক্ত' এই ছদ্মনাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিই। এই নামের সাহায্যে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে আমি আর উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্বাসের বন্ধনে বাঁধা নই।'' অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ। মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন, Maulana is the emperor of learning. I consider him as a person of the calibre of Plato, Aristotle and Pythagorus...

আপনি স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী। আপনার জন্মদিনটি 'জাতীয় শিক্ষা দিবস'। কিন্তু কেন? আপনি ১ থেকে ১৪ বছর পর্যন্ত শিশুদের বিনামূল্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ আজকের RTE বা শিশু-শিক্ষার অধিকার আইনের প্রবক্তা। একাধিক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বোর্ড, কমিশন, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আকাদেমি গঠন করার কথা ভেবেছেন যেগুলি কালক্রমে অত্যন্ত সফল হিসেবে প্রমাণিত। যেমন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, সর্বভারতীয় কারিগরি শিক্ষা পরিষদ, মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন, সংগীত-নাটক, সাহিত্য ও ললিতকলা আকাদেমি, আইআইএসসি, জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া, আইআইটি খড়গপুর। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখাটাই তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাই মন্ত্রী হিসেবে নয়, ইতিহাস আপনাকে মনে রেখেছে স্বাধীন ভারতের সফল শিক্ষা-সংস্কারক হিসেবে। হে ভারতরত্ন, আপনাকে নমস্কার।

August

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

9 মহরম
15 স্বাধীনতা দিবস
19 জন্মাষ্টমী

ভগিনী নিবেদিতা

১৮৬৭-১৯১১

মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেলের জন্ম উত্তর আয়ারল্যান্ডে। ১৭ বছর বয়সে শিক্ষকতা দিয়ে জীবন শুরু। ১৮৯৫ সালে আপনার সঙ্গে দেখা হল এক তরুণ সন্ন্যাসীর, যাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর দর্শন আপনাকে ভাবালো। আপনি ভারতে এসে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। স্বামী বিবেকানন্দ আপনার নাম রাখলেন—নিবেদিতা। আপনি সহজেই বুঝতে পারলেন এদেশের মূল সমস্যা নিরক্ষরতা এবং কুসংস্কার। ১৮৯৮-এ কালীপুজোর দিনে উত্তর কলকাতার বাগবাজারে ১৬ নম্বর বোসপাড়া লেনে নিজের বাড়িতেই মেয়েদের জন্য স্কুল শুরু করলেন। বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিভাবকদের বুঝিয়ে মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করিয়েছিলেন। সেই স্কুলই এখন বিখ্যাত 'রামকৃষ্ণ সারদা মিশন ভগিনী নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়'। শিক্ষা নিয়ে আপনার নির্দিষ্ট ভাবনা ছিল। জনশিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, বিজ্ঞান শিক্ষা।

আর্তের সেবা, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে থাকার পাশাপাশি, নিয়মিত লেখালিখি। স্বামীজির ওপর লেখা, 'দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম' তো বিখ্যাত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আপনার নাম দিয়েছিলেন—লোকমাতা। ঋষি অরবিন্দ আপনাকে বলেছিলেন, 'শিখাময়ী, দ্য ফ্লেমড ওয়ান।'

হে মহাজীবন, সহস্র মাইল দূরের এক অজানা অচেনা দেশে এসে সেই দেশকে গড়ে তোলার এ এক আশ্চর্য শপথ। দার্জিলিঙে গিয়েছিলেন স্বাস্থ্য উদ্ধারে। সেই শেষ যাওয়া। আসলে যাওয়া তো নয় যাওয়া, সবটাই রয়ে যাওয়া। বাংলায় মেয়েদের শিক্ষা প্রসারের কঠিন সংগ্রামের ইতিহাসে। প্রণাম।

September

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

25 মহালয়া

বেগম রোকেয়া

১৮৮০-১৯৩২

“পুরুষের সমকক্ষতা লাভের জন্য আমাদিগকে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিব। আবশ্যক হইলে আমরা লেডি কেরানি হইতে আরম্ভ করিয়া লেডি ম্যাজিস্ট্রেট, লেডি ব্যারিস্টার, লেডি জজ—সবই হইব!” ১৯০৪-এ প্রশ্ন তুলেছিলেন। রাতের বেলায় সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মোমবাতির আলোয় দাদার কাছে পড়াশোনা। গল্প, প্রবন্ধে নারীশিক্ষা, ক্ষমতায়ন ও লিঙ্গসাম্যের স্বপক্ষে জোরালো বক্তব্য। প্রথম ইংরেজি উপন্যাস ‘সুলতানাজ ড্রিম’ সফল ফেমিনিস্ট-ইউটোপিয়ান সাহিত্য। স্বামী ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের মৃত্যুর পরে তাঁর অর্থে পাঁচটি ছাত্রী নিয়ে ভাগলপুরেই প্রতিষ্ঠা করেন সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। ক’বছর পর কলকাতায় ১৩ নং ওয়ালিউল্লাহ লেনের একটি বাড়িতে মাত্র আটজন ছাত্রী নিয়ে আবারও নতুনভাবে শুরু হয় সেই স্কুল। আজ সেটি কলকাতার অন্যতম নামি সরকারি বিদ্যালয়। বাঙালি মুসলিম মেয়েদের জন্য সংগঠন তৈরি, বঙ্গীয় মুসলিম সম্মেলনে বাংলা ভাষার স্বপক্ষে জোরালো সওয়াল—সবই ছিল সেই সময়ের প্রেক্ষিতে দুঃসাহসিক কাজ। আপনার নামে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস—রোকেয়া হল। বাংলাদেশে আপনার জন্মদিনটি পালিত হয় ‘বেগম রোকেয়া দিবস’ হিসেবে। গুগল তাদের হোমপেজে আপনাকে জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানায়। ক্লিক করলে দেখা যায়, সাদা পোশাকে চশমা পরে আপনি বই হাতে হেঁটে যাচ্ছেন।

হে মহতী নারীবাদী-শিক্ষাব্রতী, আজ আপনার হয়ে অগণিত বেগম রোকেয়া শিশু ও কন্যা-শিক্ষার অধিকারের লড়াই জারি রেখেছে, আপনাকে অন্তরের শ্রদ্ধা।

October

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2 মহাসপ্তমী, গান্ধী জয়ন্তী
3 মহাঅষ্টমী
4 মহানবমী
5 বিজয়া দশমী
9 লক্ষ্মীপুজো
24 কালীপুজো
27 ভাইফোঁটা
30 ছটপুজো

হাজি মহম্মদ মহসিন

১৭৩২-১৮১২

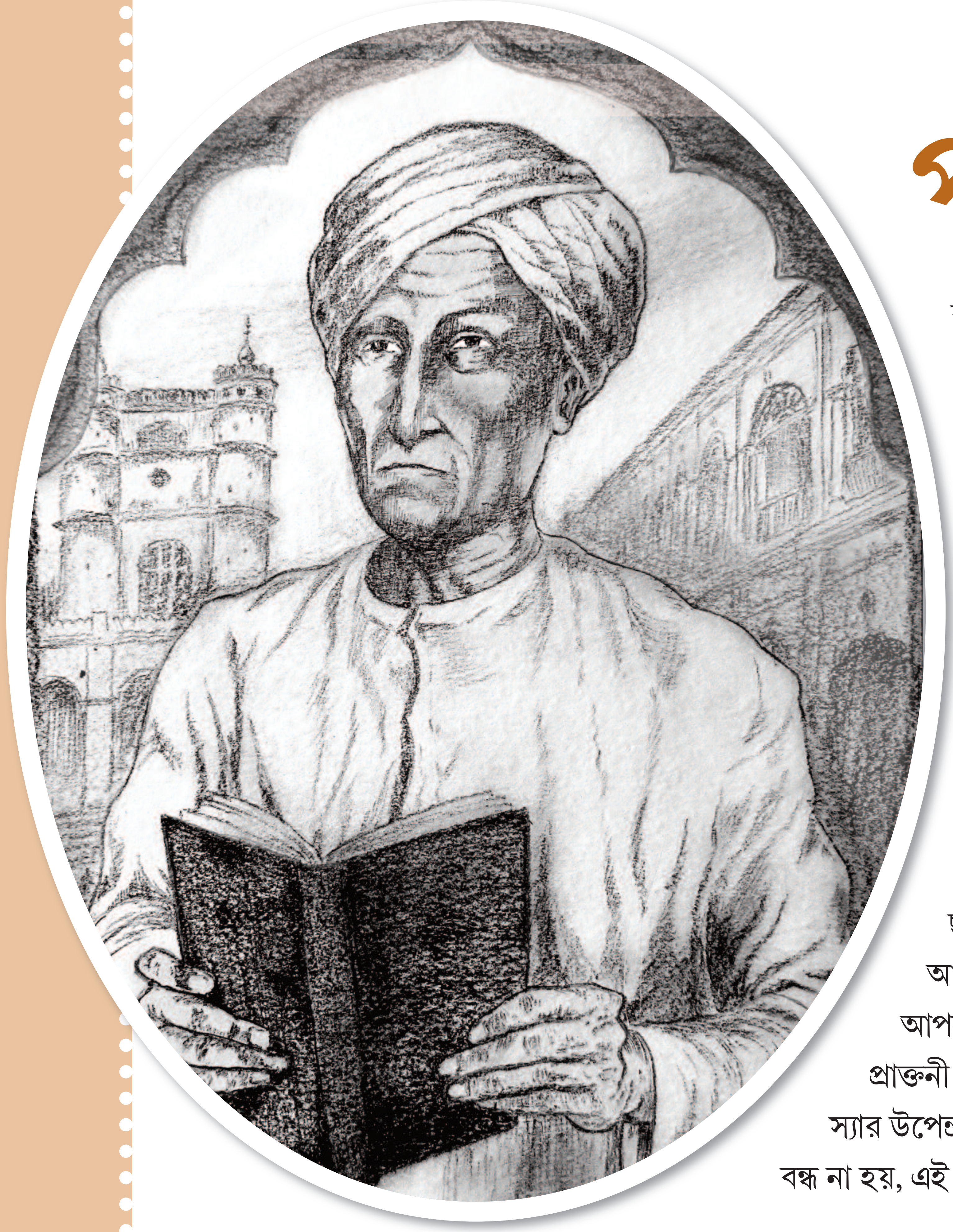

পূর্বপুরুষের ভিটে পারস্যের ইসপাহানে। আপনার জন্ম হুগলিতে। উত্তরাধিকার সূত্রে বিপুল সম্পত্তির মালিক হন। তার ওপর নিঃসন্তান দিদির মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তিও পান। দুর্ভিক্ষের সময় 'জনতার রান্নাঘর' চালু করেছিলেন। সরকারি তহবিলে প্রচুর টাকা দান। বিয়ে করেননি। ১৮০৬ সালে পুরো সম্পত্তি ধর্মীয় কাজ ও জনকল্যাণের জন্য ওয়াকফ বা দানপত্র করে দেন। এই দানপত্র করার ছ'বছর পরে আপনি মারা যান। কিন্তু এই ছ'বছরে দান করা সম্পত্তি থেকে এক টাকাও আপনি নেননি। চমৎকার হাতের লেখায় কোরান শরিফ কপি করে নিজের ব্যক্তিগত খরচ চালাতেন। হুগলি ইমামবাড়ায় এমন একটি কপি আজও রয়েছে।

পরে আপনার এই সম্পত্তির অর্থে 'মহসিন এডুকেশনাল এনডাওমেন্ট ফান্ড' তৈরি করে ব্রিটিশ সরকার। হুগলি ইমামবাড়া ও হুগলি ইমামবাড়া সদর হাসপাতাল তৈরি হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় হুগলি মহসিন কলেজ, হুগলি কলেজিয়েট স্কুল, হুগলি ব্রাঞ্চ স্কুল, হুগলি মাদ্রাসা, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহি ও খুলনার বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। মেধাবি ও দরিদ্র ছাত্রদের জন্য একটি শিক্ষাবৃত্তিও চালু হয়। হে দানবীর, লক্ষ কোটি শিক্ষার্থী আপনাকে স্মরণ করে প্রতিদিন। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো শংসাপত্রটা ইতিহাস আপনাকে কবেই পাঠিয়ে দিয়েছে। তা হল আপনার হুগলি মহসিন কলেজের প্রাক্তনী তালিকা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অর্থের অভাবে যেন কারও পড়াশোনা বন্ধ না হয়, এই অঙ্গীকারে, আপনাকে নমস্কার।

November

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

8 গুরুনানক জয়ন্তী
14-20 শিশু অধিকার সপ্তাহ
20 আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার দিবস

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৮৬১-১৯৪১

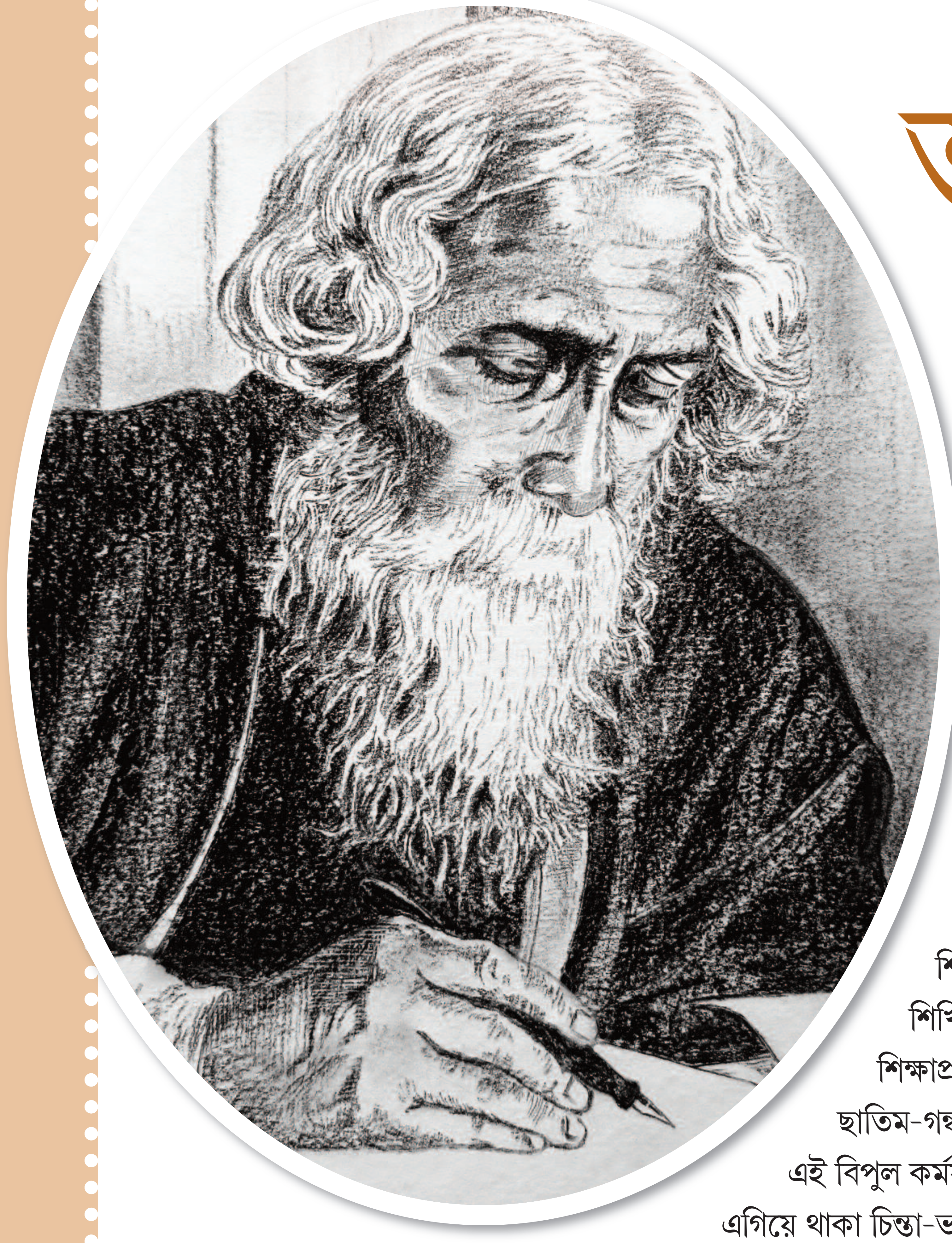

আপনি বিশ্বকবি। আপনার সাহিত্যের এমনই ভুবনজোড়া কদর যে তাতে চাপা পড়ে যায় এই তথ্যটি যে একজন নোবেল-জয়ী কবি জীবনের চল্লিশটা বছর শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনার জন্যই ব্যয় করেছেন। গুরুত্ব দিয়েছেন প্রাথমিক ও কর্মমুখী শিক্ষায়। পালটে দিয়েছেন শিক্ষার মর্মার্থ। যে শিক্ষা সম্মান এবং আত্মনির্ভরশীলতা দেবে, সব ধরনের দমন, পীড়নকে অতিক্রম করতে শেখাবে, সেটাই শিক্ষা। যে শিক্ষা, কূপমণ্ডুক হবার বদলে আন্তর্জাতিকতাবাদের হাতেখড়ি দিয়ে বলবে, 'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,/ বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া'। নিজের সন্তানকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন ডাক্তার-ব্যারিস্টার হতে নয়, কৃষিবিদ্যা আয়ত্ত করতে। রাঙামাটির প্রান্তরে এমন একটা স্কুল খুললেন সর্বসাধরণের জন্য, যেখানে গরিব-বড়োলোক ছেলে-মেয়ে সবাই শিক্ষার সুযোগ পাবে। যে যুগে মেয়েদের পড়াশোনাই করতে দেওয়া হত না, সেই সময়ে তারা শান্তিনিকেতনে পড়াশোনার পাশাপাশি নাচ গান আঁকা অভিনয়ে সমান তালে অংশগ্রহণ করেছে। পারদর্শী হয়ে উঠেছে শিল্পকলার নানা ধারায়। সেখানে দেশ-বিদেশের শিক্ষকরা এসে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়িয়েছেন, আঁকা শিখিয়েছেন, ভাষা শিখিয়েছেন। অচিরেই আপনার শান্তিনিকেতন হয়ে উঠেছে বিশ্বখ্যাত এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ছড়িয়ে গেছে আপনার সহজ পাঠের ছাতিম-গন্ধ!

এই বিপুল কর্মযজ্ঞকে এককথায় বিপ্লব ছাড়া আর কী বলা যায়? এই সহস্র আলোকবর্ষ এগিয়ে থাকা চিন্তা-ভাবনা একজন সংস্কারকের চেতনা ছাড়া আর কী? হে বাঙালির চিরসম্বল কবিগুরু, আপনাকে প্রণাম।

December

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

25 বড়োদিন